দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 04 APR 2017
পৃষ্ঠা 02 কলাম 6

মানসম্মত পাঠদান নিশ্চিতে বাড়ছে শিক্ষকের পদ

এম এইচ রবিন ●

সরকারি কলেজগুলোয় শিক্ষকের নতুন পদ সৃষ্টি করা হবে। এতে করে শিক্ষক-সংকট নিরসনের মাধ্যমে মানসম্মত পাঠদান নিশ্চিত করতে চায় সরকার। এমন উদ্যোগে হাসি ফুটবে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে পদোন্নতি-বঞ্চিতদের।

জানা গেছে, সরকারি অনার্স ও মাস্টার্স পর্যায়ের কলেজে বিষয়ভিত্তিক ১২ শিক্ষকের পদ সৃজন করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। অধ্যাপক পদও দ্বিগুণ হবে। বাড়বে সহযোগী অধ্যাপকের পদও। সরকারি কলেজগুলোয় নতুন পদ সৃজন সংক্রান্ত একটি সারসংক্ষেপ তৈরি করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। এ প্রতিবেদনটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় হয়ে জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনে চূড়ান্ত হবে।

সরকারি কলেজ

দেশের ৩০৭টি কলেজে বর্তমানে অধ্যাপক পদে ৫১৬ জন কর্মরত আছেন। এটি ১১০৫ জনে উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। সহযোগী অধ্যাপকের পদ আছে ২২৪৬টি; প্রস্তাব করা হয়েছে ৩২৮২টি। সহকারী অধ্যাপকের পদে বর্তমানে ৪৩৫৭ জন কর্মরত আছেন; প্রস্তাব করা হয়েছে ৪১৫৩টি। প্রভাষক পদ বর্তমানে ৮১৩১ জন কর্মরত আছেন; প্রস্তাব করা হয়েছে ৩২৯৬টি।

মাউশির প্রতিবেদনে উচ্চ মাধ্যমিক, ডিগ্রি (পাস), স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর কলেজে একজন অধ্যাপক, তিনজন সহযোগী অধ্যাপক, চারজন সহকারী অধ্যাপক ও চারজন প্রভাষকসহ মোট ১২টি পদ সৃজন করার প্রস্তাব করা হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক, ডিগ্রি (পাস) ও শুধু মাস্টার্স কলেজে একজন অধ্যাপক, দুজন সহযোগী অধ্যাপক, তিনজন সহকারী অধ্যাপক ও তিনজন প্রভাষকসহ মোট ৯ জন। উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রি (পাস), স্নাতক (সম্মান) কলেজে একজন অধ্যাপক, একজন সহযোগী অধ্যাপক, দুইজন সহকারী অধ্যাপক ও তিনজন প্রভাষকসহ মোট সাতজন। উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রি (পাস) কলেজে একজন সহযোগী অধ্যাপক, একজন সহকারী অধ্যাপক ও একজন প্রভাষকসহ মোট চারজনের পদ। নতুন পদ সৃজনের ক্ষেত্রে– মহানগর ও জেলার স্নাতক, স্নাতকোত্তর পর্যায়ের কলেজে অধ্যাপকের পদ আছে ৫০৪টি প্রস্তাব করা হয়েছে ১১০৫টি। সহযোগী অধ্যাপকের পদ আছে ১৮৯৯টি, প্রস্তাব করা হয়েছে ১২১২টি। সহকারী অধ্যাপক পদ আছে ৩১৩৩টি, প্রস্তাব করা হয়েছে ২৯৪২টি। প্রভাষক পদ আছে ৪৯৭৯টি, আরও প্রস্তাব করা হয়েছে ২২৮৩টি।

মহানগর ও জেলাগুলোর স্নাতক (পাস) পর্যায়ের কলেজে বর্তমানে কোনো এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ১

মানসম্মত পাঠদান নিশ্চিতে বাড়ছে

(শেষ পৃষ্ঠার পর) অধ্যাপক পদ নেই। নতুন করে প্রস্তাবও করা হয়নি। সহযোগী অধ্যাপক পদ আছে ১৪টি, প্রস্তাব করা হয়েছে আরও ১৯২টি। সহকারী অধ্যাপক পদ আছে ১২৮টি, প্রস্তাব করা হয়েছে ১৬৩টি। প্রভাষক পদ আছে ৩৮৩টি, প্রস্তাব করা হয়েছে ১৫৯টি। মহানগর ও জেলা পর্যায়ের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের কলেজে বর্তমানে কোনো অধ্যাপক পদ নেই। নতুন করে প্রস্তাবও করা হয়নি। সহযোগী অধ্যাপক পদ আছে দুটি, প্রস্তাব করা হয়েছে ৯৬টি। সহকারী অধ্যাপক পদ আছে ১১৮টি, প্রস্তাব করা হয়েছে ২১০টি। প্রভাষক পদ আছে ২৪২টি, প্রস্তাব করা হয়েছে ১৬৪টি। উপজেলায় স্নাতক, স্নাতকোত্তর পর্যায়ের কলেজে অধ্যাপকের পদ আছে ১২টি। নতুন করে এ পদে প্রস্তাব করা হয়নি। সহযোগী অধ্যাপকের পদ আছে ২৭৯টি, প্রস্তাব করা হয়েছে ৩৯১টি। সহকারী অধ্যাপকের পদ আছে ৬৭৩টি, প্রস্তাব করা হয়েছে ৪০৫টি। প্রভাষকের পদ আছে এক হাজার ৫৬৩টি, প্রস্তাব করা হয়েছে ৩৪২টি।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (কলেজ) মোল্লা জালাল উদ্দিন আমাদের সময়কে বলেন, সরকারি কলেজের শিক্ষক সংকট দুর করতে সারা দেশের কলেজগুলোকে ২৩ ক্লাস্টারে ভাগ করে মাউশির মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর তথ্য সংগ্রহ করা হয়। নতুন পদ অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে। শিক্ষক সংকটও দূর হবে বলেও জানান তিনি।

রাজধানী ও জেলা পর্যায়ের অনার্স মাস্টার্স কলেজে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বিবেচনা করে পদ সৃজন করা হবে জানিয়েছে মাউশির কলেজ উইংয়ের কর্মকর্তারা।

কলেজগুলোয় নতুন পদ সৃজনের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সভাপতি মো. আইকে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার আমাদের সময়কে বলেন, শিক্ষা ক্যাডারে পদোন্নতিতে নানা জটিলতার কারণে বহু বছর পদোন্নতি বঞ্চিত আছেন অনেকে। বঞ্চিত শিক্ষকদের মধ্যে দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ লাঘব হবে। শিক্ষক সংকট নিরসন হবে একই সঙ্গে মানসম্মত পাঠদানেও সহায়ক এ উদ্যোগ। মাউশির তথ্যানুযায়ী, দেশে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ২১৬টি সরকারি কলেজ রয়েছে। এর মধ্যে মহানগর ও জেলা শহরে অবস্থিত ১৫৩টি এবং উপজেলায় ৬৩টি। স্নাতক পাস ৬৫টি কলেজ রয়েছে। এর মধ্যে মহানগর ও জেলা শহরে ১৯টি এবং উপজেলায় ৪৬টি। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ২৬টি কলেজ রয়েছে। এর মধ্যে মহানগর ও জেলা শহরে ২৩টি এবং উপজেলায় তিনটি। প্রতিবেদন তৈরিতে সদ্য জাতীয়করণ করা কলেজ ও টিসার্স ট্রেনিং কলেজগুলো তালিকাভুক্ত হয়নি।